সংবাদ

তারিখ 06 OCT 2007
পৃঃ ১২ কলাম ৫

শিক্ষক দিবসের সেমিনারে বক্তারা

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে আরও ৮২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ জরুরি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, মিলেনিয়াম গোল, পিআরএসপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে দেশে আরও ৮২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তারা বলেন, শুধু নিয়োগ করলেই হবে না, সব শিক্ষকের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

গতকাল এলজিইডি মিলনায়তনে গণসাক্ষরতা অভিযান ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিগুলো আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনেস্কো পরিচালক ও দেশীয় প্রতিনিধি ড. মালামা মালিনা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম খান। সেমিনারে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নাজমুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, আমাদের সামনে

জরুরি : পৃঃ ২ কঃ ৫

জরুরি : নিয়োগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মিলেনিয়াম গোল, পিআরএসপি ইত্যাদি বিভিন্ন লক্ষমাত্রা রয়েছে। এসবের মধ্যে কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার কথা রয়েছে। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার জন্য মানসম্মত শিক্ষকের প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগ শিক্ষকই এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছরে আমরা ৭৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। শিক্ষকদের জন্য এখন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে এসব কার্যক্রমের সফলতা আসতে সময় লাগবে। প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এখন অনেক কমে এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইউনেস্কো পরিচালক ও দেশীয় প্রতিনিধি ড. মালামা মালিনা বলেন, বাংলাদেশে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষার মান কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউনেস্কো, আইএলও, ইউএনডিপি এবং ইউনিসেফ আগে থেকেই সহায়তা করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। স্কুলগুলোতে ভাল ও মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

নুরুল ইসলাম খান বলেন, ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে পূর্বে ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে লোকবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তবে এখন সেটা ঠিক করা হয়েছে। তিনি বলেন ২০০৮ সালের পর বিএড ছাড়া কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলা শিক্ষক স্বল্পতার কথা স্বীকার তিনি করে বলেন, এ ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। ঢাকায় যে ল্যাবরেটরি স্কুল রয়েছে সেখানে কোন মহিলা শিক্ষক নেই, চেষ্টা করেও সেখানে কোন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায়নি। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বর্তমান বেতন কাঠামো অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে ভাল শিক্ষা ব্যবস্থা আশা করা যায় না।

'বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার মান রক্ষায় শিক্ষকদের অবস্থান কোথায়' গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনে বলা হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে ২ লাখ ২ হাজার শিক্ষক রয়েছে। কিন্তু ২০১৫ সালের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সেটা পূরণ করতে হলে পর্যায়ক্রমে আরও ৮২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। স্কুলগুলোতে মহিলা শিক্ষক সহায়ক হলেও সেখানে এদের সংখ্যা খুবই কম। গবেষণা প্রবন্ধে প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসাগুলোর তুলনায় সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা অধিক শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সরকারি স্কুলগুলোর তুলনায় বেসরকারি স্কুলগুলো অবহেলার শিকার বলেও গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির বিরোধ এবং শিক্ষার উপকরণের অভাবের ফলে শিক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে।

গবেষণা প্রবন্ধে আরও বলা হয়, দেশে ৯৫টি বেসরকারি ও ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছুটা মান থাকলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই নিম্নমানের। অনেক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যারা শুধু টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। ২৩টি ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ রয়েছে, যেগুলোর কোন মানই নেই।